দৈনিক সংবাদ

074

তারিখ 15 MAR 1988
পৃষ্ঠা ½ কলাম ১

নামেই মাত্র সরকারী মহিলা কলেজ

পটুয়াখালী জেলার নারী শিক্ষার একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন হইতেই অবহেলিত। এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারী হওয়ার পর আশার সঞ্চার হইলেও সমস্যা আরও প্রকট হইয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অর্ধেক নাই। শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা রহিয়াছে। লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বইপত্র নাই। গবেষণাগারেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নাই। শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই।

ছাত্রীদের জন্য কোন হোষ্টেল না থাকায় মফস্বল হইতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনেকের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা নেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

এমতাবস্থায় পটুয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজের সমস্যাদি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ সুলতান আহমেদ,
গ্রাম-ও পোঃ ধরাস্কি,
উপজেলা-পটুয়াখালী,
জেলা--পটুয়াখালী।

কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হোক

কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। উত্তরবঙ্গের তথা বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যাপীঠগুলোর মধ্যে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যতম এবং উত্তরবঙ্গবাসীর গর্বের ধন। রংপুর শহরের যান্ত্রিক কোলাহলমুক্ত এক শান্ত সুন্দর পরিবেশে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজের বিশাল ক্যাম্পাসের বৈকালিক মৌন্দর্য সহজেই যে কাউকে আকর্ষণ করবে। একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের জনগণ যেমনি দরিদ্র, তেমনি আদিকাল থেকে শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হয়ে আসছে। উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানদের বিভিন্ন বিষয়ে উচচ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারে না। তাদের আকাঙ্খার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জে, এন গুপ্ত এক উপযোগী পরিবেশে প্রায় সাড়ে নয়শত বিঘা জমির ওপর ১৯১৬ সনে কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সাথে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কালক্রমে এ কলেজকে ''অক্সফোর্ড প্যাটার্নের'' একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে। ''বাংলাদেশে ঢাকার পরে যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে তা কারমাইকেল কলেজকেই করা হবে'' 'মন্টেগু চেমসফোর্ডের' সে বিখ্যাত রিপোর্টের কথা আজো উত্তরবঙ্গের জনগণ শ্রদ্ধার সাথে মনে রেখেছে এবং রংপুরে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন দেখে আসছে। তৎকালীন পাকিস্তান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মাহমুদ হাসানও কারমাইকেলকে বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা উল্লেখ করেন। বর্তমান কালেও বিভিন্ন ক্ষমতাসীন সরকার ও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার আশ্বাস দিতে কার্পণ্য করেননি। অনেক আশা ও প্রত্যাশা বুকে নিয়ে কারমাইকেল কলেজ আজো তার আদি অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ কলেজের বিশাল চত্বর পরিদর্শন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী যুক্তিসঙ্গত বলে উল্লেখ করেন।

বর্তমানে এ কলেজে ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও কয়েকটি বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রীসহ বিভিন্ন কোর্সে প্রায় ৮ হাজার ছাত্র/ছাত্রী অধ্যায়ন করছে, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আবাসিক হল করার মত যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্বেও ছাত্র/ছাত্রীরা সিট সমস্যাসহ বিভিন্ন আবাসিক অসুবিধায় ভুগছে। প্রত্যেক বিভাগে সেমিনার থাকা সত্বেও সেমিনারে পর্যাপ্ত বইয়ের অভাবে ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ারও ব্যাঘাত ঘটছে। আমাদের মনে